



১২০৭-৬

গাজীপুরে 'প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বারি মহাপরিচালক ড. দেবশীষ সরকার ■ আমার সংবাদ

বারিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রশিক্ষণ

গাজীপুর প্রতিনিধি ▶▶

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে সেবা ও সরবরাহ উইংয়ের আয়োজনে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি বারির মহাপরিচালক ড. দেবশীষ সরকার প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। সেবা ও সরবরাহ পরিচালক ড. মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি গবেষণা পরিচালক ড. মো. তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বারির প্রটোকল কর্মকর্তা মো. আল-আমিন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত-২০১৮)-এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবদুর রাজ্জাক এবং সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মো. মাহমুদুল হাসান। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের ব্যবহারবিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কাজী ছাইদুর রহমান এবং বিএআরআইয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শওকত আলী খান। কর্মশালায় বারির বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের ৮০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

আজকালের খবর

The Daily Ajkaler khobor www.ajkalerkhobor.com

বৃহস্পতিবার ♦ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ♦ ২৭ মাঘ ১৪২৮ ♦ ৮ রজব ১৪৪৩



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন মহাপরিচালক ড. দেবশীষ সরকার

বারিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা

● গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)র সেবা ও সরবরাহ উইংয়ের আয়োজনে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে এ কর্মশালা হয়। এতে বারির বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের ৮০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বারির মহাপরিচালক ড. দেবশীষ সরকার। বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্বলনা করেন বারির প্রটোকল কর্মকর্তা মো. আল-আমিন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত-২০১৮)-এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবদুর রাজ্জাক এবং সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মো. মাহমুদুল হাসান। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের ব্যবহারবি-বি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কাজী ছাইদুর রহমান এবং বিএআরআই এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শওকত আলী খান।

৫২০৭-৫

বারিতে ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রশিক্ষণ

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সেবা ও সরবরাহ উইংয়ের আয়োজনে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা গতকাল ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের ৮০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। গতকাল সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবানীষ সরকার।

পৃষ্ঠা-২

The Financial Express

Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000

Thursday, February 10, 2022

Magh 27, 1428 BS: Rajab 8, 1443 Hijri

১৫২০৭-২৬



The Support & Services Wing of the Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) held a day-long training workshop titled 'Complaint remedy management & service delivery commitment training 2022' at Kazi Badruddoza Auditorium of the Institute on Wednesday. A total of 80 scientists and officers from different division and centres of BARI participated in the workshop. The photo shows BARI Director General Dr. Debasish Sarker addressing the workshop as the chief guest. On the stage from right are Director (Support & Services) of BARI Dr. Md. Kamrul Hasan and Director (Research) Dr. Md. Tariqul Islam.

TRUE AND IMPARTIAL

daily sun

DZT-6

DHAKA | THURSDAY | 10 FEBRUARY 2022



BARI Director General Dr Debasish Sarker speaks at a workshop titled 'Complaint remedy management and service delivery commitment training' held at Kazi Badruddoza auditorium of the institute in Gazipur on Wednesday. A total of 80 scientists and officers from different divisions and centres of BARI attended the event.

Making agriculture resilient to pandemics



M JAMAL UDDIN

Covid-19 extreme has taught us that an emergency can arise unexpectedly and make the food supply chain extremely risky. It is necessary to adopt smart approach to continue normal food production. In addition to maintaining physical distance and incorporating the necessary health and safety measures, flexibility is needed to increase labour sourcing, labour mobility and working hours. For example, increasing the number of shifts or changing working hours where possible will ensure that there are fewer workers on a farm at the same time.

Unhealthy foods should be discouraged as well as nutritious and healthy foods should be promoted to enhance improved health and nutritional results. Where possible the employment opportunities of local workers can be replaced by machines of human workers without disappointment. For example, the Bangladesh government subsidized the purchase of harvesters to overcome the labour crisis during the rice harvest. This will reduce the additional dependence on food imports. Access to more varied and nutritious food can be ensured for the urban poor is also important for

livelihood and job creation.

The supply chain needs to be kept running and efficient during an epidemic. To ensure the movement of food and agricultural inputs, the authorities need to develop special channels and standard operational procedures to keep the supply chain running and efficient. For example, the Bangladesh government has taken special measures to ensure the transportation of agricultural workers during the rice harvesting period which has helped to reduce crop damage.

Local agencies, institutions and platforms need to be strengthened. Investment should be made in improved regional market infrastructure at local, regional and national levels. We need to support more diversified and resilient distribution systems, including shorter supply chains and regional markets. Another important strategy for Covid-19 shock is to diversify the source of imports, and not rely on a single source to reduce fragility in the event of a supply disruption.

Agriculture needs to be made resistant to epidemics. Strengthening the local and regional food system can be one of the strategies. The integration and integration of the food price chain needs to be integrated, from production and transportation, to the processing, marketing and retailing of food products. It will strike a balance between local, regional and global food supply disciplines.

An important strategy for achieving sustainability will be to strengthen local and regional food systems, encourage

short supply chains to reduce dependence on the global supply chain. For example, in order to increase food production and provide employment to the unemployed due to Covid-19 overcrowding, the Bhutanese government has taken initiatives to improve agriculture in urban and peri-urban areas. To ensure food security, the government has provided various assistances for the use of uncultivated land for production of vegetables and other crops.

Digitization of agriculture needs to be strengthened. It is important to strengthen the food security system as well as ensure better hygiene. It is also important to ensure strict production standards to prevent the spread of disease and to protect the health of workers in agriculture and the supply chain. Government agencies at various levels need to support small and medium enterprises for family farming and urban farming in order to make epidemic agriculture smarter and to keep the food system in order. It is also important to strengthen the social protection net to protect vulnerable communities.

Adequate emergency food assistance should be provided as much as possible. In particular, special attention needs to be paid to assisting the most vulnerable populations, including women and children, where supply chain is severely disrupted. Food support programs that ensure adequate access to healthy foods, and not just adequate calorie intake, should also be designed.

To mitigate the effects of climate change on agriculture and the food system, an appropriate adaptation plan

with strong measures is needed, which mutually reinforces. Sustainability is one of the major dimensions of food security. It is important to optimize water, soil and ecosystem management for sustainable food production and healthy delivery. Investment should be increased to improve resource utilization efficiency in every sector of the food system.

A favorable agricultural policy environment is needed to manage shocks and vulnerabilities. What is in the country and the current agri-friendly government is managing it efficiently. It is possible to build a strong food system by creating a viable environment through government policy, financial investment and greater alignment of the institutional system. To keep the epidemic supply chain operational, value chain actors should be assisted in developing skills so that they are adequately able to cope with future epidemics and other challenges.

Research and innovation are essential inputs to increase the efficiency and resilience of the food system, and are part of the foundation of sustainable agriculture and food security. More emphasis should be placed on advanced research, knowledge and innovation to develop and support agriculture, food and health systems to combat epidemics. At the same time, the formulation of a framework of interdependence between pandemic-smart and climate-smart agriculture will bring benefits.

Dr M Jamal Uddin, Agricultural Economist, Former National Consultant of FAO, Senior Scien. BARI

How will coffee cultivation be profitable?



M. JAMAL UDDIN

Coffee is of great importance to many farmers around the world. It is an important component of their food security, although coffee is not an edible crop. Farmers can make coffee cultivation profitable by making the best use of their land. Commercial coffee cultivation is new to the country. Although it has been considered an unconventional crop for so long, it is now a well-known crop. The present agri-friendly government has undertaken a mega project of "Cashew nut & Coffee Research, Development and Extension with amounting at Tk. 211 crore. Opportunities to create processing and entrepreneurial classes have also increased.

More profit at lower cost, this is the expectation of every farmer or entrepreneur! There are many ways to make coffee cultivation profitable. It is easy to get the desired result if you follow it properly. Cornell University has examined the merits of alternative methods of growing coffee in the shade of shady trees, and found that shade-producing systems mimic the structure of the forest and provide better habitat for birds to maintain the ecosystem.

It can save the farmer money by replacing fertilizers and pesticides. Such birds prey on insects. Some studies suggest that a single bird may help save 65 pounds of coffee per hectare per year from pests. Many shady plants in the coffee garden, such as the ipil-ipil, provide extra nutrients to the coffee plant by fixing nitrogen in the soil.

Research published in the International Journal shows that other services provided by this system include lowering the temperature under shady trees, an important adaptation strategy for climate change! Coffee beans grown in the shade are often regarded as high quality and offer farmers a price premium.

There is a need to study how growing coffee can create a safer and more financially viable source of income for farmers that can adapt to changing climatic conditions. Sustainable practice is needed on how this kind of work can maximize income and promote protection of the environment and biodiversity. Improving productivity levels on a coffee farm is not an easy task.

By following the best practices at the farm level, growers can increase their coffee productivity. These include good research, appropriate genetics, plant density and pruning, improved plant management and, above all, a balanced crop nutrition management. By following these practices the farmer will be able to increase productivity, reduce costs and increase profitability.

There was a phonic talk with Sanwar Hossain, a successful coffee farmer from Madhupur, Tangail, about ways to make



coffee farming profitable. He established a coffee garden on 1.5 bighas of land in 1917 with 400 seedlings of Arabica and Robusta species. Last year he collected 70-80 kg of coffee beans. He also sells coffee beans at Tk. 1000-1200 per kg. He sells coffee powder directly to the consumers in the form of 2500-3000 Takas.

According to him, in order to benefit from coffee cultivation, the opportunities of coffee roasting and grinding at the farmer or local level should be increased. Roasting must be of quality. Roasting and grinding machines need to be provided along with hands-on training at the farmer level. There is a need to set up coffee processing plants at the local level.

According to him, coffee cultivation will be profitable only when the farmer can sell his coffee bean directly to the company or the consumer. If the supply

chain of coffee beans is as long as the supply chain of other crops, that is, if the number of middlemen increases or the number of swaps increases, then the coffee grower will not be profitable.

Coffee market management needs to be improved. The supply chain needs to be shortened. He has planted medicinal plants and BARI Malta-1 as intercrops in the coffee garden. His extra income also comes from there. At present coffee beans are processed from farmer to trader, from trader to company then from company to dealer or chain shop and then to consumer level. It is a long supply chain. Instead, the farmer will benefit more if he can reach the company or consumer level directly from the farmer.

Another successful coffee farmer Lal Duh Sang Bawm, Zion Para, Ruma, Bandarban had a direct talk about this. He planted 5,000 Arabica coffee plants in 2010. According to him, Arabica coffee is profitable. Last year he collected 80-120 kgs coffee beans from his garden and sold them to a coffee processor in Chakaria Malumghata, Cox's Bazar.

Therefore, there is no alternative to quality coffee production to make coffee cultivation profitable. He also emphasized on the best use of land for intercropping. He said that he has started the process of forming a farmers' organization called "Ruma Coffee Society" with 200 local coffee growers. I hope that coffee cultivation will become a lucrative profession in their activities.

Dr. M. Jamal Uddin, Agricultural Economist Former National Consultant of FAO & Senior Scientist of BARI